

গৌরচন্দ্রিকা: গৌরচন্দ্রিকা নামেই আভিধানিক অর্থ গৌরাক্ষকদ
 চন্দ্রেই জ্যোৎস্না। যোগকট অর্থে এক বিশেষ বঁবনের পদ হ'ল
 গৌরচন্দ্রিকা। এই পদে চৈতন্যদেবকে "বার্ষাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ"
 বঁবা হয়। কীর্তনিয়া কীর্তনবাসরে বার্ষা-কৃষ্ণ বিশেষক যে পান্না
 গান পরিবেশন করতে চান শ্রোতৃসম্প্রদায় দক্ষে তার বস
 উদ্যোগের উদ্যোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি সূত্র পদের
 অনুকূল যে গৌরাক্ষবিশেষক পদ তাৎক্ষণিক ভাবে রচনা করে
 পরিবেশন করেন সেই বিশেষ পদকে বলে গৌরচন্দ্রিকা।
 সম্ভবত খেতুরী মহোৎসবে প্রথম এই গান পরিবেশিত হয়।
 ত্রিপুরামঞ্জরী মেনমাস্ত্রীও যথার্থ বলেছেন এই গৌরচন্দ্রিকার
 প্রবর্তক শ্রীম নরোত্তম ঠাকুর। নিত্যনদের স্ত্রী জাহ্নবীদেবীর
 নেত্রে খেতুরীতে যে বৈষ্ণব সম্মেলন হযেছিল সেখানে শ্রীম
 নরোত্তম ঠাকুর এই গানের প্রবর্তন করেন। সুতরাং দেখা গেল
 গৌরাক্ষবিশেষক পদ হ'ল গৌরাক্ষদেবকে নিয়ে রচিত
 যেকোন পদ। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা হ'ল বিশেষ পদ যেখানে
 মহাপ্রভুর অন্তর কৃষ্ণময় কিন্তু বাইরে বার্ষাভাবের দ্যুতিপ্রকা-
 শিত। সেই সঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবে কোন ভাব স্রুভাদেই বিবাহ
 করবে এমন পদ। তাই সহজেই বলা যায় সব গৌরচন্দ্রিকার
 পদই গৌরাক্ষবিশেষক পদ কিন্তু সব গৌরাক্ষবিশেষক পদ গৌর-
 চন্দ্রিকা নয়।